দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ … পৃষ্ঠা … কলাম …

ঢাবি খুলছে না কেন?

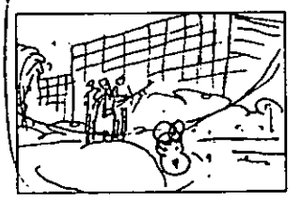

বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ। আলোকিত মানুষ সৃষ্টির কারখানা। আর এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সর্বোচ্চে। আর সেই বিশ্ববিদ্যালয়টিও আজ ৫০ দিনের অধিককাল হতে বন্ধ। তা হলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ভবিষ্যত কি? সেই জুলাই মাসের ২৩ তারিখ গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশের বর্বর হামলার ঘটনার পর ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে তৎকালীন উপাচার্য তাঁর নির্বাহী ক্ষমতার জোরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দিলেন–তারপর এই সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন বাস্তবে খোলার আর কোন কথা নেই। অথচ আজ পরিবেশ সম্পূর্ণ শান্ত। কিন্তু একি কথা? আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে আবাসিক হল এবং ১২ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তারিখ ঘোষণার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবার পিছুটান দিয়েছে। বুধবার সিন্ডিকেটের সভা ডেকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তারিখ আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন চারজন সিন্ডিকেট সদস্য। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ' বলে আখ্যা দেন। সিন্ডিকেটের উপস্থিত মোট ১১ সদস্যের মধ্যে চারজন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে অহেতুক একাডেমিক শিক্ষাবিমুখ করে রাখা হয়েছে। একজন সিন্ডিকেট সদস্য জানান, বুয়েটে ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ঢাবি কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে ভয় পাচ্ছে। এ কথার আসলেই যথেষ্ট সত্যতা আছে। কারণ বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা যে কঠোর আন্দোলনে আছে, আছে আমরণ অনশনে তা দেশবাসী জানে। তা সত্ত্বেও গত সোমবার বুয়েট ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে ৫ জন ছাত্র আহত হয়। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের আমরণ অনশন কর্মসূচী পালনেও পুলিশ বাধা দেয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই 'বুয়েট' আতঙ্ক 'সিনড্রম' গ্রাস করলে তো চলবে না। এটি তো কমপক্ষে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ সোপান। এর সঙ্গে দেশের সমাজ, ছাত্রদের ভবিষ্যত, তাদের অভিভাবকরা সমভাবে জড়িত এবং উদ্বিগ্ন। এখানে তুঘলকি কাজ-কারবার করার কোন সুযোগ নেই। ঢাবির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, এ মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুললে শিক্ষার্থীরা আবার আন্দোলন করে ক্যাম্পাসে বুয়েটের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠককালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফোরাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার কথা বললেও তিনি এ বিষয়ে গড়িমসি করছেন বলে তারা অভিযোগ করে।

আজ সারা বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় কতদূর এগিয়ে গেছে, সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমরা আমাদের ভাবীকালের বিশাল সম্পদকে ইতিহাসের উল্টো স্রোতে গভীর অন্ধকারের আবর্তে নিমজ্জিত করতে মনে হয় যেন বদ্ধপরিকর। কিন্তু দেশবাসী এ অবস্থা, এই খামখেয়ালিপনা বরদাশত করতে আর রাজি নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো শুধু একটি নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান নয়। এর সঙ্গে অসংখ্য মনীষীর প্রজ্ঞা এবং সমগ্র জীবনের সাধনা ও অবদান জড়িয়ে আছে। এমনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় বহুকাল ধরে তিল তিল করে অসংখ্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে গড়ে ওঠে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে জাতির ভবিষ্যতও জড়িত।

পরিশেষে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানাব, আপনারা নানাবিধ খোঁড়া যুক্তি দিয়ে অকারণে এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠটির দরজা বন্ধ করবেন না। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস, হল ও হোস্টেলগুলো খুলে দিন। আজকের যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের ভাবীকালের প্রতিভূদের নিজ শক্তিতে দাঁড়াতে দিন। মনে রাখবেন এদেশে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ, গণতন্ত্রের পথ-পরিক্রমা–সব বিষয়েই ঢাবির সীমাহীন অবদান রয়েছে।